মেহেরপুর সরকারি কলেজে বাঁধনের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

নিঃস্বার্থ রক্তদানের অঙ্গীকারে মানবসেবার ব্রত নিয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজে উদযাপিত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাঁধন এর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় আনন্দ র্যালির মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির সূচনা হয়। পরে কেক কাটা ও কলেজ ক্যাম্পাসে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাঁধন, মেহেরপুর সরকারি কলেজ পরিবার, পদ্মা জোনের সভাপতি মো. নাফিউল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. কে. এম. নজরুল কবীর।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান খেজমত আলী মালিথা, ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মো. হাসানুজ্জামান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বশির আহম্মেদ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক তৌফিকুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মো. মনিরুজ্জামান, সাবেক সভাপতি সবুজ আলী ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফারুক প্রমুখ।

বাঁধনের বর্তমান ও সাবেক কর্মীরা উচ্ছ্বাস ও উৎসাহের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। মানবতার সেবায় রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে এ আয়োজনকে সকলেই সাধুবাদ জানান।

বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের ৮ম বর্ষপূর্তি উদযাপন

স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিট পদ্মা জোনের ৮ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ

নামের এই সংগঠনটি।

এ সময় তিনি আরও বলেন, আজকে আপনি যেই মানুষগুলোর জন্য সেচ্ছায় রক্ত দিচ্ছেন রক্ত জোগাড় করে দিচ্ছেন একদিন সেই মানুষগুলো আপনার বিপদে এগিয়ে আসবে। বাঁধন সংগঠন কে আরও কাজ করতে হবে এই জাতির পথ দেখাতে হবে মানুষের বিপদে আরও বেশি বেশি আগিয়ে যেতে হবে। এ সময় তিনি এই সংগঠনের মঙ্গল কামনা করেন এবং বাঁধন কর্মীদের এই সকল কাজের জন্য তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, বাঁধন একটি স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন । এটি ১৯৯৭ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ হলে মোহাম্মদ শহিদুল হক রিপনের হাত ধরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাঁধন আজ দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করেছে। বাঁধনের সদস্যরা বিনামূল্যে রক্তদানে উৎসাহিত করে, নিজে রক্ত দেয়, অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করে। বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিট পদ্মা জোন ২রা অগাস্ট ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এ সময়, শিক্ষক উপদেষ্টাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুলতান মাহমুদ, আজিম হোসেন, সাবিনা খাতুন, জমসেদুর রহমান, বাঁধন কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিকাইল হোসেন, ছাত্র উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাজেদুর রহমান, সজিবুল ইসলাম, সুজাউদ্দীন টুটুল, সাকিব বিশ্বাস,বাঁধন কর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, শরিফুল,সাকিব হোসেন ,আশিক,অয়ন,মাহফুজ, ইব্রাহিম, মনিরুল, মুর্তজা, সোহা, মৌসুমি,চাঁদনী, হালিমা সহ বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের শুভাকাঙ্ক্ষী বাঁধনের নেতৃবৃন্দ।

বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের বার্ষিক সাধারণ সভা

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

ইউনিটের (পদ্মা জোন) বার্ষিক সাধারণ সভা ও দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সভাপতি আমিনুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মিকাইল হোসেন এর নাম ঘোষণা করা হয় এবং জোনাল প্রতিনিধি হিসেবে আজিজুর রহমানের নাম ঘোষণা করা হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভা ও দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মিকাইল হোসেনের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষক উপদেষ্টা সহযোগী অধ্যাপক সফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক মতিউর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক দেলোয়ার হোসাইন, সহকারী অধ্যাপক হাফিজুর রহমান। ছাত্র উপদেষ্টা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সজিবুল ইসলাম এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন হাফিজ, টুটুল, আজিজ, আমিনুল, মিকাইল, জাহিদ, হাসিবুল, রাসেল, সামিউল, শামীম, টনিক, ফিরোজ, তানিয়া, শাহনাজ, আশিক, মর্তুজা, রাব্বি, শিশির, শারমিন, সোহেল, রিয়াদ, রাকিব, মুসলিমা, তুহিন, রাজিব, সুমি, সানজিদা, অনিত, মৌসুমি, মেঘলা সহ বাঁধন সংগঠনের কর্মীবৃন্দ।

কোটি টাকা বরাদ্দের কাজ, শুরুতেই অনিয়ম

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় থেকে নতুন বাস টার্মিনাল পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে প্রায় কোটি টাকা বরাদ্দে এইচবিবি নির্মাণের শুরুতেই নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের এই কাজের প্রকল্পই গ্রহণ করা হয়েছে লুটপাটের জন্য এ অভিযোগ স্থানীয়দের। মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলী সাব্বির ও ঠিকাদার আব্দুস সালাম বাঁধণের যোগসাজশে অনিয়ম করে এ প্রকল্প শেষ করার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় থেকে চুয়াডাঙ্গা সড়কে দুই পাশে এক হাজার ৯৫০ মিটার এইচবিবি করণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ঠিকাদারের দায়িত্ব পেয়েছেন

এই রাস্তা কোন জায়গায় আট ফিট, কোন জায়গায় ছয় ফিট আবার কোথাও বা তিন ফিট খোড়া হয়েছে। রাস্তার কাজ শেষ হওয়ার আগেই রাস্তা দেবে গেছে। সরকার উন্নয়নের জন্য টাকা দিচ্ছে কিন্তু এভাবেই অপচয় করা হচ্ছে”।

তবে ঠিকাদার আব্দুস সালাম বাঁধনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। এসএমএস দেওয়া হলে তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, “আমার কাজ এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি, যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে সেই দায় আমার, আমি কাজটি সিডিউল মোতাবেক সম্পূর্ণ করে বিল সাবমিট করব”।

প্রকল্পটির দায়িত্ব রয়েছেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাব্বির হোসেন। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, “কাজ এখনো শেষ হয়নি। সিডিউল মোতাবেক কাজ দেখে নেওয়া হচ্ছে। যেখানে দেবে যাচ্ছে সেখানে পুণরায় ঠিক করিয়ে নেওয়া হবে”।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মিজানুর রহমান বলেন, “কাজ চলমান রয়েছে। কাজ বুঝে নেওয়ার আগে সিড্িউল অনুযায়ী কাজ বুঝে নেওয়া হবে। মাটির বিষয়ে তিনি বলেন, মাটি না দিলে ঠিকাদারকে মাটির বিল দেওয়া হবে না”।

সড়ক ও জনপথ বিভাগ কুষ্টিয়া সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিকাশ চন্দ্র দাস বলেন, “অনিয়ম করার কোন সুযোগ নেই। আমি বিষয়টি দেখবো”।